প্রথম আলো

তারিখ 01 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

নিরক্ষর তারুণ্য

শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানোর বিকল্প নেই

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে; কিন্তু তরুণসমাজের বিরাট অংশ এখনো নিরক্ষর রয়ে গেছে। এটি দুর্ভাগ্যজনক, কেননা দেশের প্রধান শ্রমশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশই হচ্ছেন তরুণ-যুবক; যাঁরা শিক্ষিত হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও বেশি ত্বরান্বিত হতে পারত।

অবশ্য এ চিত্র শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর এক সাধারণ চিত্র। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকোর এক বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি চারজন তরুণের একজন একটি বাক্যও পড়তে পারেন না। বিশ্বের মোট প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তির তিন-চতুর্থাংশই বাস করেন বাংলাদেশসহ ১০টি উন্নয়নশীল দেশে। এসব দেশের তালিকায় আরও আছে ভারত, পাকিস্তান, চীন, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, মিসর, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র।

প্রতিবেদনের আরও একটি তথ্য হলো, বিশ্বব্যাপী প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশই নারী। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, দুই দশকের বেশি সময় ধরে এ ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি ঘটেনি: ১৯৯০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত উন্নয়নশীল বিশ্বের নিরক্ষর নারীদের অবস্থা একই রয়ে গেছে। যদিও বাংলাদেশে গত এক দশকে মেয়েশিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, তবু প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের নিরক্ষরতা অবসানে সেটার ভূমিকা এখনো দৃশ্যমান হয়ে ওঠেনি। এর দুটি বড় কারণ মেয়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ করার পরও অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ এবং অর্জিত শিক্ষা ভুলে যাওয়া।

আরও একটি বিষয় প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে: সাক্ষরতা অর্জনের সুযোগের অভাবই একমাত্র সমস্যা নয়, শিক্ষার নিম্নমানও একটা প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের জন্য এই পর্যবেক্ষণ বিশেষ তাৎপর্যবহ। এ দেশে সাক্ষরতার হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্নও আছে। বিপুলসংখ্যক শিশু মৌলিক সাক্ষরতার পাশাপাশি গণিতসংক্রান্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না—এ কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এটা বিশ্ব শিক্ষার একটা সংকট। ইউনেসকো উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে আরও বেশি আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য বিদেশি দাতা সংস্থা ও সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। আমরা সেই সঙ্গে যোগ করব, শিক্ষা খাতে দেশের নিজস্ব বাজেট বাড়ানোরও বিকল্প নেই।